পঞ্চম অধ্যায়

মহারাজ পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর চরম উপদেশ

এই অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে কিভাবে পরম সত্য সম্পর্কে শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর সংক্ষিপ্ত উপদেশ শুনে মহারাজ পরীক্ষিতের নাগপক্ষী তক্ষকের হাতে তাঁর মৃত্যুর ভয় নিরস্ত হয়েছিল।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে এই জড় জগতে কার্যশীল চার প্রকার প্রলয় সম্পর্কে বর্ণনা করার পর, শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এখন পরীক্ষিশ্র মহারাজকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে কিভাবে তিনি পূর্বে তৃতীয় স্কন্ধে কালের পরিমাপ এবং ব্রহ্মাণ্ডের ইতিহাসে বিভিন্ন যুগের পরিমাপ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এক সহস্র চতুর্যুগ চক্রে ব্রহ্মার একটি মাত্র দিবসে ভিন্ন ভিন্ন চৌদ্দ জন মনু শাসন করে মৃত্যু বরণ করেন। এইভাবে প্রতিটি দেহবদ্ধ জীবের পক্ষে মৃত্যু অনিবার্য, কিন্তু জড় দেহ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হওয়ার ফলে আত্মা কখনই মরে না। তারপর শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলেন যে *শ্রীমদ্ভাগবতে* তিনি পুনপুন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির গুণ কীর্তন করেছেন, যার তুষ্টি থেকে ব্রহ্মার জন্ম এবং যার ক্রোধ থেকে রুদ্রের জন্ম। "আমি মৃত্যুবরণ করব"—এই ধারণাটি কেবলই পশুসুলভ মনোবৃত্তি কেননা পূর্ববর্তী অস্তিত্বহীনতা, জন্ম, স্থিতি এবং মৃত্যুরূপে দেহ পরিবর্তনের যে বিভিন্ন ধাপগুলি, আত্মা এসবের অধীনস্থ হয় না। দিব্য জ্ঞানের প্রভাবে দেহের সূক্ষ্ম মানসিক আবরণটি যখন ধ্বংস হয়ে যায়, দেহ মধ্যস্থ আত্মা তখন পুনরায় তার মুল স্বরূপ প্রদর্শন করে। ঠিক যেমন তেল, পাত্র, পলিতা এবং আগুন—এসবের সংমিশ্রণে ক্ষণস্থায়ী প্রদীপের প্রকাশ হয়, ঠিক তেমনি জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের সংমিশ্রণে এই জড় দেহের সৃষ্টি হয়। জন্মের সময় এই জড়দেহের প্রকাশ হয় এবং কিছু কালের জন্য প্রাণের লক্ষণ প্রকাশ করে। চরমে জড় গুণের এই সংমিশ্রণ বিচ্ছিন্ন হয় এবং দেহ মৃত্যুর অধীনস্থ হয় যা হচ্ছে প্রদীপেরই নিভে যাওয়ার মতো একটি ঘটনা। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিত মহারাজকে সম্বোধন করে বললেন—"ভগবান বাসুদেবের ধ্যানে আপনার মনকে নিবদ্ধ করা উচিত এবং এইভাবেই নাগপক্ষীর দংশন আপনাকে প্রভাবিত করবে না।"

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

অত্রানুবর্ণ্যতেঽভীক্ষ্ণং বিশ্বাত্মা ভগবান্ হরিঃ ।
যস্য প্রসাদজো ব্রহ্মা রুদ্রঃ ক্রোধসমুদ্ভবঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **অত্র**—এই শ্রীমদ্ভাগবতে; **অনুবর্ণ্যতে**—বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে; **অভীক্ষ্ণম্**—পুন পুন; **বিশ্ব-আত্মা**—সমগ্র বিশ্বের আত্মা; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **হরিঃ**—ভগবান শ্রীহরি; **যস্য**—যাঁর; **প্রসাদ**—পরিতৃপ্তি থেকে; **জঃ**—জাত হয়েছে; **ব্রহ্মা**—ব্রহ্মা; **রুদ্রঃ**—শিব; **ক্রোধ**—ক্রোধ থেকে; **সমুদ্ভবঃ**—যার জন্ম।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—এই শ্রীমদ্ভাগবতে পরমেশ্বর ভগবান বিশ্বাত্মা শ্রীহরির বিচিত্র লীলাকথা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যাঁর তুষ্টি থেকে ব্রহ্মা এবং ক্রোধ থেকে রুদ্রের জন্ম হয়।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই শ্লোকের উপর তাঁর টীকায় *শ্রীমদ্ভাগবতের* এক অতি বিস্তারিত সারাংশ প্রদান করেছেন। মহান আচার্যের বক্তব্যের সার কথা হচ্ছে এই যে শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর বর্ণনা অনুসারে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অহৈতুকী প্রেমময়ী আত্মসমর্পণই হচ্ছে জীবনের সর্বোচ্চ সিদ্ধি। *শ্রীমদ্ভাগবতের* একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে দেহবদ্ধ জীব যাতে সেই প্রকার আত্মসমর্পণের অনুশীলন করে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে সেই বিষয়ে প্রত্যয় উৎপাদন করা।

শ্লোক ২

ত্বং তু রাজন্ মরিষ্যেতি পশুবুদ্ধিমিমাং জহি ।
ন জাতঃ প্রাগভূতোঽদ্য দেহবৎ ত্বং ন নঙ্ক্ষ্যসি ॥ ২ ॥

ত্বম্—তুমি; **তু**—কিন্তু; **রাজন্**—হে রাজন; **মরিষ্যে**—আমি মৃত্যুবরণ করব; **ইতি**—এরকম চিন্তা করে; **পশু-বুদ্ধিম্**—পাশবিক বুদ্ধি; **ইমাম্**—এই; **জহি**—পরিত্যাগ কর; **ন**—না; **জাতঃ**—জাত; **প্রাক্**—পূর্বে; **অভূতঃ**—অস্তিত্বহীন; **অদ্য**—আজ; **দেহ-বৎ**—দেহের মতো; **ত্বম্**—তুমি; **ন নঙ্ক্ষ্যসি**—ধ্বংস হবে না।

অনুবাদ

হে রাজন্, "আমি মৃত্যুবরণ করতে যাচ্ছি"—এই পশুসুলভ মনোবৃত্তি ত্যাগ কর। দেহের যেরকম জন্ম হয়, তুমি সেরকম জন্মগ্রহণ করনি। অতীতে এমন কোন সময় ছিল না যখন তুমি ছিলে না, এবং তোমার বিনাশও হবে না।

তাৎপর্য

প্রথম স্কন্ধের শেষ ভাগে (১/১৯/১৫) মহারাজ পরীক্ষিত বললেন—

তং মোপজাতং প্রতিযন্তু বিপ্রা
গঙ্গা চ দেবী ধৃতচিত্তমীশে ।
দ্বিজোপসৃষ্টঃ কুহকস্তক্ষকো বা
দশত্বলং গায়ত বিষ্ণুগাথাঃ ॥

"হে ব্রাহ্মণগণ, আমাকে একজন পূর্ণরূপে শরণাগত জীব বলেই গণ্য করুন, এবং ভগবানের প্রতিনিধি স্বরূপা মা গঙ্গাদেবী আমাকে সেইরূপেই গণ্য করুন। কেননা আমি ইতিমধ্যেই ভগবানের চরণকমল আমার হৃদয়ে ধারণ করেছি। ব্রাহ্মণ কর্তৃক সৃষ্ট সেই তক্ষক বা যে কোন কুহকই আমাকে এই মুহূর্তে দংশন করুক। আমার একমাত্র বাঞ্ছা এই যে আপনারা সকলে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর যশোগাথা কীর্তন করুন।"

এমন কি *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণ করার পূর্বেও মহারাজ পরীক্ষিত একজন মহান শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। রাজার হৃদয়ে পশুসুলভ মৃত্যুভয় ছিল না। কিন্তু শুধু আমাদের কল্যাণের জন্যই শ্রীল শুকদেব গোস্বামী তাঁর শিষ্যকে অতি কঠোরভাবে উপদেশ দিচ্ছেন, ঠিক যেমন *ভগবদ্গীতায়* ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কঠোর উপদেশ দিয়েছিলেন।

শ্লোক ৩

ন ভবিষ্যসি ভূত্বা তং পুত্রপৌত্রাদিরূপবান্ ।
বীজাঙ্কুরবদ্দেহাদের্ব্যতিরিক্তো যথানলঃ ॥ ৩ ॥

ন ভবিষ্যসি—তুমি উৎপন্ন হবে না; **ভূত্বা**—উৎপন্ন হয়ে; **ত্বম্**—তুমি; **পুত্র**—পুত্রদের; **পৌত্রা**—পৌত্রগণ; **আদি**—ইত্যাদি; **রূপবান্**—রূপ ধারণ করে; **বীজ**—বীজ; **অঙ্কুরবৎ**—অঙ্কুরের মতো; **দেহ-আদেঃ**—জড়দেহ এবং তার আনুষঙ্গিক বিষয় থেকে; **ব্যতিরিক্তঃ**—স্বতন্ত্র; **যথা**—যেমন; **অনলঃ**—অগ্নি (কাঠ থেকে)।

অনুবাদ

বীজ থেকে যেমন অঙ্কুর উৎপন্ন হয় এবং পুনরায় তা নতুন বীজ উৎপন্ন করে সেই রকম তোমাকে পুনরায় তোমার পুত্রের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করতে হবে

না। বরং তুমি এই জড় দেহ এবং তার আনুষঙ্গিক বিষয় থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, ঠিক যেমন অগ্নি তার জ্বালানী থেকে স্বতন্ত্র হয়।

তাৎপর্য

একই জড় পরিবারে অবিরাম বসবাস করার বাসনায় কখনো কখনো মানুষ স্বপ্ন দেখে যে, সে তার পুত্রের পুত্র হয়ে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেছে। *শ্রুতিমন্ত্রে* যেমন উল্লেখ আছে, *পিতা পুত্রেণ পিতৃমান যোনি-যোনৌঃ* একজন পিতার পিতা তার পুত্রের মধ্যে রয়েছে, কেননা পিতা হয়তো তার নিজেরই পৌত্র হয়ে জন্মাতে পারে।" *শ্রীমদ্ভাগবতের* উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবের পারমার্থিক মুক্তি, মূর্খের মতো মোহাত্মক দেহাত্মবোধকে দীর্ঘায়িত করা নয়। একথা এই শ্লোকে স্পষ্টতই বলা হয়েছে।

শ্লোক ৪

স্বপ্নে যথা শিরশ্ছেদং পঞ্চত্বাদ্যাত্মনঃ স্বয়ম্ ।
যস্মাৎ পশ্যতি দেহস্য তত আত্মা হ্যজোঽমরঃ ॥ ৪ ॥

স্বপ্নে—স্বপ্নে; **যথা**—যেমন; **শিরঃ**—একজনের মস্তক; **ছেদম্**—ছেদন; **পঞ্চত্ব-আদি**—জড় পঞ্চভূতের সংমিশ্রণ এবং অন্যান্য জড় হেতু; **আত্মনঃ**—নিজের; **স্বয়ং**—স্বয়ং; **যস্মাৎ**—কারণ; **পশ্যতি**—দেখতে পায়; **দেহস্য**—দেহের; **ততঃ**—অতএব; **আত্মা**—আত্মা; **হি**—নিশ্চয়ই; **অজঃ**—জন্মরহিত; **অমরঃ**—অমর।

অনুবাদ

স্বপ্নে মানুষ দেখতে পারে যে তার নিজেরই মস্তক ছিন্ন হয়ে গেছে এবং এইভাবে সে বুঝতে পারে যে তার প্রকৃত আত্মা এই স্বপ্নের অভিজ্ঞতা থেকে স্বতন্ত্র। অনুরূপভাবে, জাগ্রত অবস্থায় মানুষ দেখতে পারে যে তার দেহ হচ্ছে পাঁচটি জড় উপাদানে গঠিত। সুতরাং একথা হৃদয়ঙ্গম করা যায় যে প্রকৃত আত্মা তার দৃষ্ট দেহ থেকে স্বতন্ত্র এবং অজ ও অমর।

শ্লোক ৫

ঘটে ভিন্নে ঘটাকাশ আকাশঃ স্যাদ্ যথা পুরা ।
এবং দেহে মৃতে জীবো ব্রহ্ম সম্পদ্যতে পুনঃ ॥ ৫ ॥

ঘটে—ঘট; **ভিন্নে**—যখন তা ভেঙে যায়; **ঘট-আকাশঃ**—ঘটের আভ্যন্তরীণ আকাশ; **আকাশঃ**—আকাশ; **স্যাৎ**—থাকে; **যথা**—যেমন; **পুরা**—পূর্বে; **এবম্**—অনুরূপভাবে; **দেহে**—দেহ; **মৃতে**—যখন তা পরিত্যাগ করা হয়, মুক্ত অবস্থায়; **জীবঃ**—জীবাত্মা; **ব্রহ্ম**—তার পারমার্থিক স্থিতি; **সম্পদ্যতে**—লাভ করে; **পুনঃ**—পুনরায়।

অনুবাদ

একটি ঘট যখন ভেঙে যায়, ঘটের অভ্যন্তরস্থ আকাশের অংশটি পূর্ববৎ ব্যোমরূপ উপাদানরূপেই থেকে যায়। অনুরূপভাবে, যখন স্থূল এবং সূক্ষ্ম দেহের মৃত্যু হয়, দেহাভ্যন্তরস্থ জীবাত্মা তার চিন্ময় স্বরূপে পুন প্রতিষ্ঠিত হয়।

শ্লোক ৬

মনঃ সৃজতি বৈ দেহান্ গুণান্ কর্মাণি চাত্মনঃ ।
তন্মনঃ সৃজতে মায়া ততো জীবস্য সংসৃতিঃ ॥ ৬ ॥

মনঃ—মন; **সৃজতি**—সৃজন করে; **বৈ**—প্রকৃতপক্ষে; **দেহান্**—জড় দেহসমূহ; **গুণান্**—গুণসমূহ; **কর্মাণি**—কর্মসমূহ; **চ**—এবং; **আত্মনঃ**—আত্মার; **তৎ**—তা; **মনঃ**—মন; **সৃজতে**—সৃজন করে; **মায়া**—পরমেশ্বর ভগবানের মায়া শক্তি; **ততঃ**—এইভাবে; **জীবস্য**—জীবের; **সংসৃতিঃ**—জড় অস্তিত্ব।

অনুবাদ

জীবাত্মার জড় দেহ, গুণ এবং কার্যসমূহ জড় মনের দ্বারা সৃষ্ট হয়। সেই মন স্বয়ং সৃষ্ট হয় পরমেশ্বর ভগবানের মায়াশক্তির দ্বারা এবং এইভাবে আত্মা জড় অস্তিত্বকে ধারণ করে।

শ্লোক ৭

স্নেহাধিষ্ঠানবর্ত্যগ্নিসংযোগো যাবদীয়তে ।
তাবদ্দীপস্য দীপত্বমেবং দেহকৃতো ভবঃ ।
রজঃসত্ত্বতমোবৃত্ত্যা জায়তেঽথ বিনশ্যতি ॥ ৭ ॥

স্নেহ—তেলের; **অধিষ্ঠান**—পাত্র; **বর্তি**—পলিতা; **অগ্নি**—এবং অগ্নি; **সংযোগঃ**—সংমিশ্রণ; **যাবৎ**—যতদূর পর্যন্ত; **ঈয়তে**—দৃশ্য হয়; **তাবৎ**—সেই পর্যন্ত; **দীপস্য**—দীপের; **দীপত্বম্**—দীপ হওয়ার যোগ্যতা; **এবম্**—অনুরূপভাবে; **দেহ-কৃতঃ**—জড় দেহের জন্য; **ভবঃ**—জড় অস্তিত্ব; **রজঃ-সত্ত্ব-তমঃ**—সত্ত্ব, রজ এবং তম গুণের; **বৃত্ত্যা**—কার্যের দ্বারা; **জায়তে**—জন্মায়; **অথ**—এবং; **বিনশ্যতি**—বিনষ্ট হয়।

অনুবাদ

প্রদীপ প্রদীপরূপে কাজ করে শুধুমাত্র জ্বালানী, তৈলাধার, পলিতা এবং অগ্নির সংমিশ্রণে। অনুরূপভাবে, আত্মার দেহাত্মবোধের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত জড়জীবন, দেহের উপাদান স্বরূপ জড় সত্ত্ব, রজ ও তম গুণের কার্যের দ্বারাই বিকশিত এবং বিনষ্ট হয়।

শ্লোক ৮

ন তত্রাত্মা স্বয়ংজ্যোতির্যো ব্যক্তাব্যক্তয়োঃ পরঃ ।
আকাশ ইব চাধারো ধ্রুবোঽনন্তোপমস্ততঃ ॥ ৮ ॥

ন—না; **তত্র**—সেখানে; **আত্মা**—আত্মা; **স্বয়ম্-জ্যোতিঃ**—স্বয়ং জ্যোতির্ময়; **যঃ**—যিনি; **ব্যক্ত-অব্যক্তয়োঃ**—ব্যক্ত এবং অব্যক্ত (স্থূল এবং সূক্ষ্ম দেহ); **পরঃ**—ভিন্ন; **আকাশঃ**—আকাশ; **ইব**—মতো; **চ**—এবং; **আধারঃ**—ভিত্তি; **ধ্রুবঃ**—স্থির; **অনন্ত**—অন্তহীন; **উপমঃ**—তুলনা; **ততঃ**—এইরূপে।

অনুবাদ

দেহের অভ্যন্তরস্থ আত্মা স্বয়ং জ্যোতির্ময়। তা ব্যক্ত স্থূলদেহ এবং অব্যক্ত সূক্ষ্ম দেহ থেকে স্বতন্ত্র। আকাশ যেমন জড় পরিবর্তনের স্থায়ী ভিত্তি, ঠিক তেমনি এই আত্মাও দেহগত পরিবর্তনের স্থির ভিত্তি। তাই আত্মা হচ্ছে অনন্ত এবং কোন জড় বস্তুর সঙ্গে তার তুলনা হয় না।

শ্লোক ৯

এবমাত্মানমাত্মস্থমাত্মনৈবামৃশ প্রভো ।
বুদ্ধ্যানুমানগর্ভিণ্যা বাসুদেবানুচিন্তয়া ॥ ৯ ॥

এবম্—এইভাবে; **আত্মানম্**—তোমার প্রকৃত আত্মা; **আত্মস্থম্**—দেহের আবরণের মধ্যে অবস্থিত; **আত্মনা**—তোমার মনের দ্বারা; **এব**—বস্তুতঃ; **আমৃশা**—সতর্কভাবে গণ্য কর; **প্রভো**—হে আত্মার প্রভু (মহারাজ পরীক্ষিত); **বুদ্ধ্যা**—বুদ্ধির দ্বারা; **অনুমান-গর্ভিণ্যা**—যুক্তিগর্ভ; **বাসুদেব-অনুচিন্তয়া**—ভগবান বাসুদেবের ধ্যানের দ্বারা।

অনুবাদ

হে রাজন্, অবিরাম পরমেশ্বর বাসুদেবের ধ্যান করে এবং স্বচ্ছ ও যুক্তিগর্ভ বুদ্ধি প্রয়োগ করে সতর্কভাবে তোমার প্রকৃত আত্মা সম্পর্কে এবং কিভাবে তা জড় দেহের মধ্যে অবস্থিত, সেই সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত।

শ্লোক ১০

চোদিতো বিপ্রবাক্যেন ন ত্বাং ধক্ষ্যতি তক্ষকঃ ।
মৃত্যবো নোপধক্ষ্যন্তি মৃত্যূনাং মৃত্যুমীশ্বরম্ ॥ ১০ ॥

চোদিতঃ—প্রেরিত; **বিপ্র-বাক্যেন**—ব্রাহ্মণের বাক্যে; **ন**—না; **ত্বাম্**—তুমি; **ধক্ষ্যতি**—দহন করবে; **তক্ষকঃ**—নাগপক্ষী তক্ষক; **মৃত্যবঃ**—মৃত্যুর প্রতিনিধি; **ন উপধক্ষ্যন্তি**—

দহন করতে পারে না; **মৃত্যুনাম্**—মৃত্যুর এই সকল কারণের; **মৃত্যুম্**—মৃত্যু স্বয়ং; **ঈশ্বরম্**—ঈশ্বর।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণের অভিশাপ প্রেরিত সেই নাগপক্ষী তক্ষক তোমার প্রকৃত আত্মাকে দহন করতে পারবে না। তোমার মতো আত্ম নিয়ন্ত্রণকারী প্রভুকে মৃত্যুর দূতেরা কখনই দহন করতে পারবে না, কেননা ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তনের পথে যাবতীয় বিপদকেই তুমি ইতিমধ্যেই জয় করেছ।

তাৎপর্য

প্রকৃত মৃত্যু হচ্ছে মানুষের সনাতন কৃষ্ণভাবনামৃতকে আচ্ছাদিত করা। আত্মার পক্ষে এই জড় মোহই হচ্ছে ঠিক মৃত্যুর মতো। কিন্তু পরীক্ষিত মহারাজ ইতিমধ্যেই মানুষের পারমার্থিক জীবনে ভীতি উৎপাদনকারী কাম, ক্রোধ, ভয় আদি বিপদগুলিকে ধ্বংস করেছেন। এখানে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মহান রাজর্ষি পরীক্ষিত মহারাজকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন, শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধভক্তরূপে যিনি ছিলেন চিন্ময় আকাশে অবস্থিত গৃহের অভিমুখী এবং মৃত্যু সীমানার অনেক অনেক ঊর্ধ্বে।

শ্লোক ১১-১২

অহং ব্রহ্ম পরং ধাম ব্রহ্মাহং পরমং পদম্ ।
এবং সমীক্ষ্য চাত্মানমাত্মন্যাধায় নিষ্কলে ॥ ১১ ॥
দশন্তং তক্ষকং পাদে লেলিহানং বিষাননৈঃ ।
ন দ্রক্ষ্যসি শরীরং চ বিশ্বং চ পৃথগাত্মনঃ ॥ ১২ ॥

অহম্—আমি; **ব্রহ্ম**—পরম সত্য ব্রহ্ম; **পরম্**—পরম; **ধাম**—ধাম; **ব্রহ্ম**—ব্রহ্ম; **অহম্**—আমি; **পরমম্**—পরম; **পদম্**—লক্ষ্য; **এবম্**—এইরূপে; **সমীক্ষ্য**—বিবেচনা করে; **চ**—এবং; **আত্মানম্**—তোমার নিজের; **আত্মনি**—পরমাত্মায়; **আধায়**—স্থাপন করে; **নিষ্কলে**—যা জড় উপাধি থেকে মুক্ত; **দশন্তম্**—দংশন করে; **তক্ষকম্**—তক্ষক; **পাদে**—তোমার পদে; **লেলিহানম্**—ওষ্ঠ লেহনকারী সর্প; **বিষ-আননৈঃ**—বিষপূর্ণ মুখে; **ন দ্রক্ষ্যসি**—তুমি এমন কি দেখতেও পাবে না; **শরীরম্**—তোমার দেহ; **চ**—এবং; **বিশ্বম্**—সমগ্র জড় জগৎ; **চ**—এবং; **পৃথক্**—পৃথক; **আত্মনঃ**—আত্মা থেকে।

অনুবাদ

তোমার বিচার করা উচিত—আমি পরম সত্য এবং পরম ধাম থেকে অভিন্ন এবং সেই পরম সত্য তথা পরম ধাম আমার থেকে অভিন্ন।" এইভাবে সমস্ত প্রকার

জড় উপাধি থেকে মুক্ত পরমাত্মার চরণে নিজেকে সমর্পণ করে তুমি এমন কি লক্ষ্যও করতে পারবে না যে কখন সেই নাগপক্ষী তক্ষক তোমার সম্মুখীন হয়ে তার বিষাক্ত দাঁত দিয়ে তোমার পায়ে দংশন করবে। তুমি তোমার মরণশীল দেহকে কিংবা তোমার চতুর্পার্শ্বস্থ জড় জগৎকেও দেখতে পাবে না, কেননা তুমি উপলব্ধি করে থাকবে যে তুমি ঐ সকল বিষয় থেকে স্বতন্ত্র।

শ্লোক ১৩

এতৎ তে কথিতং তাত যদাত্মা পৃষ্টবান্ নৃপ ।
হরের্বিশ্বাত্মনশ্চেষ্টাং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১৩ ॥

এতৎ—এই; **তে**—তোমার কাছে; **কথিতম্**—বলেছি; **তাত**—হে পরীক্ষিত; **যৎ**—যা; **আত্মা**—তুমি; **পৃষ্টবান্**—জিজ্ঞাসিত; **নৃপ**—হে রাজন্; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির; **বিশ্ব-আত্মনঃ**—বিশ্বাত্মার; **চেষ্টাম্**—লীলা; **কিম্**—কী; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **শ্রোতুম্**—শুনতে; **ইচ্ছসি**—তুমি চাও।

অনুবাদ

হে প্রিয় মহারাজ পরীক্ষিৎ, তুমি বিশ্বাত্মা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির লীলাকথা সম্পর্কে প্রথমে আমাকে যা প্রশ্ন করেছিলে, আমি তা তোমাকে বর্ণনা করে শুনালাম। এখন তুমি আর কী শ্রবণ করতে চাও?"

তাৎপর্য

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল জীব গোস্বামী *ভাগবতের* বহু শ্লোক উদ্ধৃত করে শ্রীকৃষ্ণে পূর্ণরূপে মনকে নিবদ্ধ করতে এবং ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করতে বদ্ধপরিকর মহারাজ পরীক্ষিতের মহান ভক্তিমূলক স্তর সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের 'মহারাজ পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর চরম উপদেশ' নামক পঞ্চম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।